নাজীমউদ্দিন মোস্তান

নীল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মের রক্ষাকবচ কমপিউটার

মিশো, স্বচ্ছ, উচ্ছ্বাস, প্রশ্ন, অংক, সোহেল, রুমানের মত সন্তান চায় এ জাতি। প্রতিভায় উজ্জ্বল নিমগ্ন। জ্ঞানে গভীর। প্রয়োগে পারদর্শী।

রাজধানী ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে অনেক অর্থশালী পরিবারের সন্তানরা পড়ে। স্কুলটিকে পরিবেষ্টন করে আছে মোহাম্মদপুরের মত লোকালয়। তার ভাল-মন্দ দিক সকলের জানা। অনেক অভিভাবক লক্ষ্য করেছেন, পরিপার্শ্ব এলাকা স্কুলের চাইতে বেশী প্রভাব ফেলছে তাদের সন্তানদের জীবনে। এর বিষময় ফল হতাশ করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের। তাঁরা উদ্বিগ্ন।

কিন্তু এ স্কুল থেকেই বেরিয়ে এসেছে এদেশের প্রতিভাবান দু'জন কমপিউটার প্রোগ্রামার। ২০-এর কোঠা পার হবার আগেই জাতি তাদের নাম জেনেছে। ভার্সিটির বয়স পার হবার আগেই তাদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে প্রোগ্রাম হাউসে। এখন তারা জাতীয় পথিকৃত।

কোন যাদুর স্পর্শে নেশা, নীলদংশনের ছবি, আড্ডা, ভিসিপি, ভিসিআর-এর বিচিত্র সর্পিল ডাইনী আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসেছে জাতির নতুন রাজকুমারেরা। এ যাদুর নাম তথ্য প্রযুক্তি, এ যাদুর বাক্সটির নাম কমপিউটার। তারা দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। অনেকের কমপিউটার ছিলনা। আজ এবং আগামীদিনে তাদের নামোচ্চারণ ছাড়া এ জাতির তথ্য প্রযুক্তির নবশতাব্দীর রাজপথ তৈরী হবেনা।

জাতির এক বেদনা বিহ্বল দিনে, গত ১৪ই ডিসেম্বর (৯৩)-র শহীদবুদ্ধিজীবী দিবসে কমপিউটার ও প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাদের তথ্য প্রযুক্তির এই নবীন যাদুকরদের জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার উত্তরাধিকার হিসাবে হাজির করেছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবে। এ অনুষ্ঠানে পথিকৃত উদ্যোক্তার উচ্চারিত একটি উক্তি স্বচ্ছ, উচ্ছ্বাস, মিশোর অনন্য ছবিসহ বেরিয়েছিল দেশের শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষ দৈনিকে। স্যাটেলাইট টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর-এর অপসংস্কৃতির কবল থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষার জন্য নিজ নিজ সন্তানের হাতে কমপিউটার তুলে দেবার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন, তিনি। চারিদিকে বিপন্ন সমাজ হতাশার আবর্ত, ঘরে ঘরে বিজাতীয় সংস্কৃতির নীলস্রোত, সন্তানদের নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজধানী ও বাইরের অজস্র অভিভাবক এ আবেদনে ভীষণভাবে আলোড়িত হন। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও অনেকে ডিশ-এন্টিনা কালচারের স্রোতে হাবুডুবু খাওয়া আপন সন্তানদের জন্য নতুন জীবন তরীর সন্ধান পেয়ে উদ্বাহু হয়ে ওঠেন।

সে আহ্বান ও জনজীবনের সাড়াকে কেন্দ্র করে আরও অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে আমরা হতবাক হয়েছি, এদৃশ্য দেখে যে, বিষাক্ত সংস্কৃতির স্রোত দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি নতুন প্রজন্মকে মাকাল (ORANGE FAMILY) বস্তুতে পরিণত করেছে, ইউরোপের রুগ্ন অর্থনীতি ইতালীতে যে লাভাস্রোত জনজীবনের মধ্যে সৃষ্টি করেছে নবপ্রজন্মের জ্যান্ত সমাধি, তাকে আমাদের শাসকেরা দ্বার খুলে স্বাগত জানালেন খুবই সামান্য ঘটনায়।

সিএনএন প্রধানমন্ত্রীর একটি সাক্ষাতকার বিশ্বচ্যানেলে প্রচারের পর প্রধানমন্ত্রী খুশী হয়ে বাংলাদেশে বিশ্বসংবাদ প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন, সেই সংস্থাকে। চিকিৎসায় খুশী হয়ে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের সনদ দিয়েছিলেন এদেশের অতীত এক রাজপুরুষ। তার পরিণামে নেমে এসেছিল দু'শতকের গোলামীর জিঞ্জির। ব্যক্তিগত আনন্দ ও সুবিধার বিনিময়ে কিছু প্রতিদান দেওয়া প্রাচ্য দেশীয় রাজ পুরুষদের রীতি এবং আভিজাত্য। তারা দিতে গিয়ে কখনোবা এমনি করে দেশটাই দিয়ে বসেন। উপঢৌকনরূপে তুলে দেবার মত একটা দেশ ও সমাজ এই প্রাচ্যদেশীয় রাজা-রাজড়াদের থাকে, এটাই তাদের পরম সৌভাগ্য! কিন্তু দুশো বছরের পরাধীনতা, মসলিন ধ্বংস, পণ্য দাসত্ব, অধঃপতন দিয়ে অতীতে এমন রাজ উপঢৌকনের মূল্য শোধ করতে হয়েছে জনগণকে। রক্তমূল্যে অর্জন করতে হয়েছে, ভাষা, সংস্কৃতি, শাসন, অর্থনীতির স্বাধীনতা। এখন উপঢৌকনে আবার বিপন্ন হচ্ছে ভাবী প্রজন্ম। ডিশ-এন্টিনা, সেটেলাইট ব্যবহৃত হচ্ছে আজ। প্রধানমন্ত্রী দারোদঘাটন না করলেও ডিশএন্টিনা, স্যাটেলাইট টিভি আসতো। প্রযুক্তির সাথে আসতো নীলদংশনের হলাহল। কিন্তু এই মনোবিনাশের ধারাকে প্রতিহত করাটা সরকারের কর্তব্য ছিল। দিল্লীতে যেভাবে এ সংস্কৃতির antidote সন্ধান করা হচ্ছে স্কুল হতে দূরদর্শন পর্যন্ত, তেমন চেষ্টার অভাবটিই এখানে বড় হয়ে বাজে। ক্লাইভের বন্দুক, ডায়ারের কামানের মত এমটিভি, জিটিভির নীল বিস্ফোরণ।

ইতালী থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন এদেশের এক তরুণ। লিখেছেন, নীল দংশন কী প্রাণঘাতি তা সমাজ বুঝতে পারবে অচিরেই। ডিশ-এন্টিনা বেয়ে নিশুতিরাতে, সাঁঝে, সকালে, সারাদিন এমটিভি, ষ্টারপ্লাস, প্রাইমের নেশা ছড়িয়ে পড়ে ঘর থেকে ঘরে। প্রতি সেকেন্ডে রাশি রাশি তথ্য ও দৃশ্য অপলক দৃষ্টি বেয়ে মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে। তারপর আচরণ বদলায়। আপন সমাজে বসবাস করেও সমাজ হারা হয়ে ওছে সন্তানেরা। এক উন্মুল, বেদিশা প্রবৃত্তি পেয়ে বসে অর্ধসচেতন, অল্পশিক্ষিত দর্শক নারী, পুরুষ, শিশুদের।

অবসাদ আর নেশায় চেতনা লুপ্ত করছে টিভি চ্যানেলরাজি

– একজন শিল্পী

এদেশের শিশু সংগঠনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত একজন শিল্পী আইনুল হক মুন্না কমপিউটারের শিল্পীত প্রয়োগের নিবিষ্ট অনুরাগী। তিনি বললেন, সেটেলাইট টিভির কার্টুন, বিবিসির বিজ্ঞান মনস্ক অনুষ্ঠানমালা বাদ দিলে রক-এন-রোলের এমটিভি, জি-টিভিতে বয়স্কদের উপযোগী পর্ণোটাইপ নৃত্যগীতের সামনে বাবামার সাথে শিশুরাও দর্শক

স্কুল অবকাশ কমপিউটার কোর্স

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে স্কুলের দীর্ঘ ছুটি বা অবকাশে চঞ্চলমতি কিশোর-কিশোরী, তরুণেরা যেন বাউণ্ডুলে হয়ে না পড়ে সে জন্য সিঙ্গাপুরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিকৃত কমপিউটার ট্রেনিং কেন্দ্রসমূহ এ বছর ব্যাপক হারে শিক্ষা ছুটিকালীন কমপিউটার কোর্স চালু করেছে। এসব কোর্সের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা ইংল্যাণ্ডের এন্‌সিসি কর্তৃক স্বীকৃত।

সিঙ্গাপুরের কমপিউটার ট্রেনিং কেন্দ্রসমূহ এ জন্য শিশু কিশোরদের উপযোগী, নিবেদিত ও ধৈর্যশীল প্রশিক্ষক নিয়োগ নিয়োগ করেছে এসব কোর্স পরিচালনার জন্য। তাঁরা ক্ষুদে ছাত্রদের গাড়ীতে আনা-নেওয়া, এমনকি সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ওদের শিক্ষা দেন। এ বছর তাঁরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন এসব কোর্সে।

বাংলাদেশেও এ ধরণের দীর্ঘ ছুটিকালীন বিশেষ কোর্স চালু করা যেতে পারে স্কুল শিশু ও কিন্ডারগার্টেনের ক্ষুদে পন্ডিতদের জন্য।

হয়ে বসছে। যত নিশুতি, ততই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এ দৃশ্যরাজি। এর প্রভাবে এখন ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকায় উদ্দাম নাচের জন্য জড়ো হয় কিশোর কিশোরীরা। আর যা বাকী আছে, তা সমাগত।

এখন ডিশের সাথে ৫০, ১০০ এমনকি পাঁচ'শো ঘরের টিভির সংযোগ ঘটিয়ে দিয়ে সারা শহর, গ্রাম, পল্লী, প্রান্তরকে ডিশ কালচারের সামনে নতজানু করা হচ্ছে। এর প্রভাব স্পষ্ট।

– মানুষ অলস ও কর্মবিমুখ হয়ে উঠছে। এ ধরনের অবসাদ ও অবচেতন লোভ ঘুরে ঘুরে এসে বসে পড়ছে নগ্ন প্রায় দেহ দেখার নেশায়।

– স্কুলের পড়াশুনা তৈরী করার ফুরসৎ ও মনোযোগ পাচ্ছেনা কোমলমতি শিশুরা।

– ২৪ ঘন্টাই চলছে সেটেলাইট টিভি। কোন কর্ম ও উদ্যমের চিন্তা মগজে আসার আগেই মিনি পর্দা টেনে নিচ্ছে মনোযোগ।

– ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে চাচ্ছে না।

দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত সমাজে নিষ্ক্রীয় জীবন ও অবসাদ নিয়ে টিভির সামনে ঝিমুচ্ছে চিন্তা ও কর্মশক্তিলুপ্ত শিশু ও বয়স্ক মানুষ। এক বিষাদের হাতছানি স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

শিল্পী তিনি বললেন, টিভি চ্যানেলগুলো দর্শক ধরে রাখার জন্য বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যা খুশী তাই করবে। এর কবল থেকে কচিকাচাদের বাচানোর কাজটা জরুরী। কেউ বলছেন, এ জন্য বাবা মাকে সচেতন হতে হবে। কারো মত হলো শিক্ষা ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে। তারা স্বীকার করেছেন, সৃজনশীল কর্মধারায় শিশুদের সরিয়ে আনার জন্য কমপিউটার একটা মাধ্যম। এরকম রক্ষাকবচগুলোর প্রয়োগে অভিভাবক ও সমাজ সক্রিয় না হলে স্বচ্ছ, উচ্ছ্বাস, মিশো রুমান জন্মাবে না।

দ্বিতীয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় কনিষ্ঠ গ্রুপের অবাক শিশু রুমান নিজের সাথে নিজে কথা বলতে বলতে কমপিউটার চাজিয়ে যাচ্ছিল, নিশ্চিত ক্ষিপ্রতায়। এ শিশুকে গড়েছে একটা কমপিউটার প্রযুক্তির পরিবেশ।

তেমনি মিশো। তেমনি জুটি স্বচ্ছ উচ্ছ্বাস। এ পত্রিকার প্রচ্ছদে মুদ্রিত আপন ভুবনে নিমগ উচ্ছ্বাসের ছবিটি এ জাতির মানসে গেঁথে যাবে। ২০/২৫ হাজার টাকা দামের একটা জোড়াতালি কমপিউটারের সাথে বাবা মার আগ্রহ যুক্ত হলে যা হয় – তার নাম স্বচ্ছ, তার নাম উচ্ছ্বাস। মিশোর কোন কমপিউটার নেই। ছিল শুধু আগ্রহ। কমপিউটার ছিলনা অংক সোহেলের। কেবল আগ্রহ ও অধ্যয়নই এ শিশুদের পৌছে দিয়েছে বিজয়ের রাজতোরণে।

কি যাদু আছে কমপিউটারে। তথ্য প্রযুক্তিতে। মিশোদের ঘরে ডিশএন্টিনার সংযোগ আছে। কিন্তু মিশোর কাছে তার কোন আকর্ষণ নেই। স্বচ্ছ ও উচ্ছ্বাস বন্ধুদের ঘরে গিয়ে দেখতে পায় অর্ধঘুম-অর্ধজাগরণে বিরক্তিকর নষ্ট আড্ডার পরিবেশে অনেকে তাকিয়ে আছে রঙ্গিন বাক্সের দিকে। যুক্তিহীন গাণিতিক সৌন্দর্যবিহীন এই লীলার দিকে ওদের কোন আগ্রহ জাগেনা। কারণ, ওরা জগতের পরমতম সুন্দর– গাণিতিক পারম্পর্যের নিটোল জগৎ গড়তে ও সচল করতে শিখেছে কমপিউটারে।

কমপিউটার কেবল যন্ত্র নয়, ব্যবহারকারীর বন্ধু, সাহচর্য দানে পরম একান্ত– তার আকর্ষণ অন্তর্প্রেরণায়, মানবচেতনার সৃষ্টি মাধুর্যের সাথে, আমাদের জাতির আপন ধীশক্তির সাথে তার কোথায় যেন একটা পরিপূরক সম্পর্ক রয়ে গেছে। এ আগ্রহ ও সাফল্যের পিছনে তার অবদান বড়।

পরম গুরুজনের হাতে একদা পিতামাতা তুলে দিতেন আপন সন্তান। আজ কমপিউটার শিশুদের জন্য বহু ধারার প্রতিভাবান শিক্ষক। সে খেলে। সে আনন্দ দেয়। সে শেখায়। সে জানায়। সে ভুল ধরে দেয়। সে বোকা বলে ভর্ৎসনা করতে জানে। মেধাকে মেধার মানে হাজির করে সামনে। এ যেন আত্মবিকাশের এক পরম বাহন। এ কারণেই শিশুরা সব ভুলে ডুবে যায়। ভালবাসে কমপিউটারকে।

– আমি একটি দিনও কমপিউটার ছাড়া থাকতে পারিনা। স্বচ্ছ, উচ্ছ্বাসের মুখে একথা শুনবেন আপনি।

ঘরে ঘরে, স্কুলে, ক্লাবে, কলেজে, ভার্সিটিতে কমপিউটার এলে তার সাথে হাজির হবে বিশ্বের সমকালীন শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সংস্পর্শ। একেকটি প্রোগ্রাম একেকটি জ্ঞান স্তরের মালভূমি। আর সব কমপিউটার আপনার শিশুকে করে তুলবে এভারেষ্টজয়ী। জ্ঞানা। দক্ষ। ক্ষিপ্র। মনোযোগী।

প্রতি স্কুলে কমপিউটার খেলাঘর গড়ে তুলুন

– দাদাভাই

৩৭ বছর ধরে দেশের বৃহত্তম শিশুসংগঠন কচিকাচার মেলায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাহিত্যিক রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই। এদেশের দুলক্ষ সংস্কৃতিবান তরুণ, কিশোর ও শিশুকে গড়ে তুলেছেন তিনি বিদ্যালয় ও পরিবারের শিক্ষার বাইরে এক অবাক ভুবন সৃষ্টি করে। সেখানে পড়া, লেখা, গান, ছবি আঁকা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নির্মানের সৃষ্টিমুখরতা।

সব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা থামিয়ে দিয়ে প্রবীণ শিশু সংগঠক বললেন, শিশুদের জন্য কমপিউটার fan-tastic— ওর উপরে আর কিছু হয় না।

বিজ্ঞানী আলমৃতী শরফুদ্দিনের বাসায় তিনি যখন যান, তখন কমপিউটার নিয়ে "বাচ্চাদেরঃ রোমাঞ্চকর, বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতায় ভরা গেমস– বন্দী যুবরাজের আত্মোদ্ধার ও রাজকন্যা উদ্ধারের পি প্রিন্সসহ অজস্র গেমসের সাথে শিশু মনের অবাক শিহরণ ও নিমগ্নভাব তিনি দেখেন আর দেখেন।

তিনি বললেন, পরিপূর্ণ, প্রাণবন্ত ও সচল এই ক্রীড়ার সাথে তথ্যপ্রযুক্তির প্রায়োগিক লীলা বিজ্ঞানের অবদান। এর মধ্যে হারিয়ে যায় শিশুরা। শিশুদের জন্য কমপিউটার শ্রেষ্ঠ বান্ধব, শিক্ষক।

তিনি এদেশে শিশুদের ব্যাপারে প্রচার মাধ্যমের অমনোযোগ ও উপেক্ষার কথা স্বীকার করলেন। স্বীকার করলেন, এই শূণ্যতার কারণেই ডিস, সেটেলাইট টিভি ইত্যাদির সংক্রামণ ও আগ্রাসন এত তীব্র। বললেন, ১৯৭৯ সনে আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষে আমেরিকায় শতাধিক দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আমেরিকার শিশুদের জন্য গ্রন্থ ও ব্রডকাষ্টিং-এর প্রোগ্রাম স্থির করা হচ্ছিল। সেখানে তিনি দেখেছেন, ঘরকে আসবাব দিয়ে নয়, বই, বই আর আকর্ষণীয় টিভি প্রোগ্রামে সমৃদ্ধ করে কী করে ঘরকে শিশুদের মনপূত করা যায় সে চেষ্টায় তারা অধীর। ঘরের বাইরে নানা কলুষিত সংসর্গ থাকতে পারে। সেজন্য প্রতিটি ঘরকে শিশুদের জন্য আনন্দগৃহ গড়ে তোলার চেষ্টায় তারা ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। আমেরিকায় শিশুদের একেকটি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ১০ লক্ষ পর্যন্ত। এসব পত্রিকার আদ্যোপান্ত সবটাই কমপিউটারাইজড ছিল তখনি। এখন তার বিকাশ আরও কত সুউচ্চ।

এদেশে শিশু জীবনে কমপিউটার পরিচয়, কমপিউটার চর্চা, কমপিউটার শিক্ষার উপর জোর দিতে গিয়ে দাদাভাই বললেন, এটা কেবল খেলা নয়, শিক্ষা এবং জীবনের অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে। এ শিক্ষাটুকু কালক্রমে শিশুকে প্রোগ্রামার ও মেধাবী ব্যবহারকারীতে পরিণত করলে উচ্চ শিক্ষার পর শিশুরাই আয়রোজগারে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

দরিদ্র ও স্বচ্ছল সব শিশুই যেন এমন সুযোগ পায়, সেজন্য তিনি স্কুলে স্কুলে কমপিউটার শিক্ষা ও কমপিউটার ল্যাবরেটরী (কমপিউটার খেলাঘর) তৈরীর পরামর্শকে স্বাগত জানান।

মানস তৈরীর শিক্ষাক্রম দিন, তারপর স্বশিক্ষার তথ্য প্রযুক্তি

– রাহাত খান

ইত্তেফাকের নির্বাহী সম্পাদক, কথাসাহিত্যিক ও এককালের কলেজ শিক্ষক রাহাত খান ডিশএন্টিনা, ভিসিআর, ভিসিপি, ষ্টার-এমটিভির সমকালীন চাপকে সংস্কৃতি অপেক্ষা প্রযুক্তি হিসাবেই লক্ষ্য করে বলেছেন, পাশ্চাত্য জগত যেমন এসবের মধ্যেও মেধাবী সন্তান গড়ে, তেমনি প্রস্তুতি গ্রহণই অভিভাবকদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রভাবকে আড়াল না করে তার চাইতে উন্নততর প্রভাবে সন্তানদের রুচি ও বিচার শক্তি জন্মানোর উপর জোর দেন তিনি।

– বিলাতে নূতন বোধ
নির্ভুল ইংরেজির চেয়ে কমপিউটার শিক্ষা অনেক দামী

গ্রেটবৃটেনের জাতীয় পাঠ্যক্রমের ডিয়ারিং রিভিউ ছাত্রদের শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তিকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেবার সুপারিশ করেছে। স্যার রন ডিয়ারিং এই রিপোর্ট তৈরি করে যুক্তরাজ্যের শিক্ষা সচিব জন প্যাটেনকে দিলে তিনি তা সমর্যাদায় গ্রহণ করেন। ডিয়ারিং তাঁর দেশের শিক্ষা সচিবকে কমপিউটার শিক্ষা প্রযুক্তি এবং বৃত্তিগত শিক্ষার রাহুমুক্ত করতে অনুরোধ করেন। তিনি এ বিষয়টিকে সেকেন্ডারী পর্যায়ের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানান।

তিনি তাঁর রিপোর্টে সুপারিশ করেছেন, সেকেন্ডারী স্কুল ছাত্রদের বিশেষ বিষয় হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি পঠনপাঠন ছাড়াও অন্যসব বিষয়েও তথ্য প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের উপর বছরে ক্লাশে ৬৩ ঘন্টা ব্যয় করতে হবে। অন্যদিকে ইংরাজীর সঠিক ব্যবহার শিখতে তাদের সময় দেয়া হবে বছরে মাত্র ৫৪ ঘন্টা।

বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী স্তরে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১০০ নম্বরের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করছে। এমনিভাবে ডিগ্রী স্তরে কমপিউটার সাক্ষরতাও প্রসার দরকার। মাধ্যমিক স্তরে কমপিউটার বিজ্ঞান আছে। কিন্তু তা গণিতের বদলে নিতে হয় বলে উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শাখায় ভর্তিচ্ছু এসএসসি পরীক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করছে না।

তবে বলেছেন, over exposition is always bad – মাত্রাতিরিক্ত চাপ ও প্রভাব সর্বদাই অনিষ্টকর। উদাহরণ দিলেন সূর্য কিরণের। প্রাণশক্তি ও প্রাণস্ফুরণের জন্য সৌরালোক চাই। কিন্তু নির্বিচার সৌর কিরণের তীব্র প্রদাহতো বিষাক্ত, জীবন সংকটের কারণ। নিষিধে মনন ও মগজের উপর ধারণ ক্ষমতার চাইতে বেশী চিত্র, শব্দ, তথ্যের চাপ, তার সাথে ভালমন্দ অনুভূতির বিস্ফোরণে ডিশ-এন্টিনা বাহিত স্যাটেলাইট টিভির অনুষ্ঠান মালা কতটুকু সহনীয়, কতটুকু গ্রহনীয়, কোনটুকু বর্জ্য ও পরিত্যাজ্য তা নির্ধারণের পারিবারিক দায়িত্বের উপর জোর দেন তিনি। ঘরে আগুনও থাকে। কিন্তু তার সংযত ব্যবহার কি শিখাতে হয় না শিশুদের। এক্ষেত্রেও তেমনি দায়িত্ব আছে।

তিনি বললেন, সংস্কৃতিতো বদলাবেই। কতকি আসবে। লালন বা রবীন্দ্র সংগীত শতবর্ষ পরে কী রূপ নেবে তাও আমাদের কল্পনায় আসে না। সমকালীন স্যাটেলাইট টিভি, ডিশ এন্টিনা, ভিসিআর, তেমনি একটা পর্ব হয়ে এসেছে, পর্বান্তরও হয়তো আছে। এর মধ্য থেকে উপাদেয় ও অপখাদ্য পৃথক করে মানসিক বিকাশে ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্বটা যদি অভিভাবকরা না নিতে পারেন, তাহলে দোষটা তাদের।

তিনি আভাষ দেন, শূণ্যতার মধ্যেই এধরণের বিষয়গুলো আগ্রাসী প্রভাব ফেলে। এখন এদেশে শিক্ষার বিষয়বস্তু সিলেবাসে এমন কিছু নেই, যা মনমানসকে ভরিয়ে রাখতে পারে। মূল্যবোধের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য প্রবল করে শিক্ষা। সৃষ্টি করে নাগরিক ও বিশ্বজনীন দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। আপন দেশ, কাল, ইতিহাসের সুগভীর উপস্থাপনায় জেগে ওঠে মানস। শিশু মনে সৃষ্টি করতে হয় নান্দনিক চেতনার সৌরভ। অন্য সব জাতি প্রতিষ্ঠানিক ধারায় এ শক্তি যোগাচ্ছে শিশুদের। এর বিকল্প হলো, সশিক্ষায় সুশিক্ষিত হওয়া। সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেই রাহাত খান জ্ঞানের আধার হিসেবে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি চর্চার মাধ্যমে শিশুদের পরিশীলিত হবার সুযোগ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিসম্মতভাবে শিশুমন বিকাশের প্রচেষ্টা নেই, খালি ধমক দিয়ে শিশুদের আগ্রহকে স্তব্ধ করে দেবার তান্ডব আর খালি রাজনীতি চলছে দেশে।

শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিশুদের জন্য উন্নততর মানস গঠনের শিক্ষা, স্বশিক্ষিত হবার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল নানাধারার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি এবং অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ দেবার উপর জোর দেন তিনি।

সোহেল, অংক মিশো, স্বচ্ছ, উচ্ছাস রুমানের কথা, দেবীদ্বারে কমপিউটারে হাত দিয়ে অশ্রুসজল হয়ে ওঠা ছাত্রটির কথা গভীর মনোযোগর সাথে শুনলেন। তিনি লিখবেন ওদের উপর। বললেন, দিন ঠিক করুন। আমি অংক সোহেলের সেফওয়ার্ক্সে যাবো মিশো, স্বচ্ছ, উচ্ছাস, রুমানকে দেখতে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনে অধুনিক বিনির্মাণ ও আহরণে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ করুন

– মোস্তাফা জব্বার

তথ্য প্রযুক্তির সাথে তথ্য যুগের আবির্ভাবে সারা পৃথিবী এক গ্রামের মত নিবিড় হয়ে উঠবে বদলে যাবে সংস্কৃতি ও জীবন। এ পরিবর্তন ঠেকানো যাবেনা। কিন্তু বাইরে থেকে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে বয়ে আনা ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে বিকাশমান জীবনকে রক্ষা করার উপায় হবে দুটো। (১) লোকজ ও দেশজ সাংস্কৃতির প্রসার (২) শিশুদের জ্ঞানস্পৃহা পুরণের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা। কমপিউটারের মত interactive media শিশুমনের নতুন যুগের চাহিদা পূরণের শক্তি নিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশে কমপিউটারে বাংলাভাষা প্রবর্তনের অন্যতম দিশারী ব্যক্তিত্ব মোস্তাফা জব্বার – বাংলাভাষার শিক্ষার্থী, রাজনীতি ও সমাজমনস্ক মানুষ। তিনি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনমুখী জীবন সংস্কৃতি দিয়ে এই ডিশএন্টিনা কালচার মোকাবেলার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

মোস্তাফা জব্বার বললেন, আমাদের টিভির বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ করা যাবেনা। তাঁদের ব্যর্থতার কারণেই বিদেশী টিভি লোকজনকে আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। এরা এতই কর্মবিমুখ, বিদেশী টিভি অনুষ্ঠানের সাধারণ সাবটাইটেলগুলোও বাংলায় তুলে ধরার কষ্টটুকু করেন না।

অপর একজন শিল্পী উল্লেখ করলেন, ভারত বিদেশী স্যাটেলাইট টিভি জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার পাশাপাশি দুরদর্শনকে জাতীয় কৃষ্টি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে এমন সমৃদ্ধ করেছে যে, তা জনজীবনকে বিদেশী ও দেশীয় সংস্কৃতির পার্থক্য নির্নয়ের মাপকাঠি দিচ্ছে। নিজ দেশের কিছু আকৃতি ও বিকৃতিকে সরিয়ে দিয়েছে জী-টিভিতে।

প্রাচীন ধারার পাঠ্যবই, প্রাচীন ধারার শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিবর্তন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির বলিষ্ট উপস্থাপনা চেয়েছেন মোস্তাফা জব্বার। তার সাথে লোকজ সংস্কৃতি ও তথ্য প্রযুক্তির মেলা আয়োজনের পরামর্শ দিলেন। ১২ হতে ২৬ জানুয়ারী তাঁর নিজের অঞ্চল নেত্রকোনায় পৌষমেলায় মোস্তাফা জব্বার শিক্ষিত জনগণের আগ্রহ দেখেছেন। আবার ৩ ঘন্টার একটি কমপিউটার পরিচিতি কোর্সে কিশোর ও তারুণ্যের আগ্রহে অভিভূত হয়েছেন। এগুলো বিদেশী অপকৃষ্টি ঠেকানোর antidot হতে পারে।

থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ায় মেডিক্যাল সায়েন্সও মাতৃ ভাষায় পড়ানো হয়। বিদেশী টিভি ছবিও ডাবিং বা সাবটাইটেল হয় মাতৃভাষায়। তথ্য প্রযুক্তি প্রকাশনা শিল্পকে যে অগ্রযাত্রা দিয়েছে, সে অগ্রযাত্রা শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এলে বিস্ময়কর মানসিক মনোবল সৃষ্টি হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। শিশুদের হাতে কমপিউটার এবং মাতৃভাষা ভিত্তিক জ্ঞান, শিক্ষা,সংস্কৃতির আধুনিক বিনির্মাণ ও আহরণের শক্তি অর্জন করতে বলেছেন মোস্তাফা জব্বার।

টিভি হতে শুরু করে বাণিজ্যিক ধারার লাগাম-ছাড়া প্রমোদ সংস্কৃতির প্রভাব থেকে নূতন প্রজন্মকে রক্ষার জন্য বিশ্বের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞরা বিকল্প হিসাবে শিশুদের হাতে কমপিউটার তুলে দিতে বলেছেন। জাপানের মত দেশেও কমপিউটার-প্রোগ্রাম চালিত খেলনা নিয়ে নিমগ্ন শিশুরা বাবা মায়ের অনুপস্থিতিতে দিন কাটায়। জীবন বিরোধী সংস্কৃতির মধ্যে কমপিউটার এক জীবনমুখী সুবর্ণ রাজতোরণ হাজির করেছে পৃথিবীর সামনে। আজ ই-মেইলে বিশ্বের জ্ঞানধারাকে আপন ঘরের কমপিউটারের নাগালে আনার পথ করে দিয়েছে। সৃষ্টিশীল বিকাশের এই বাহন ও সাথীকে শিশুদের বান্ধব হিসাবে নির্বাচন করার জন্য সচেতন অভিভাবকেরা এক সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিতে পারেন। আধুনিক বসতি ও কলোনীতে শিশুদের জন্য মেধাবী কমপিউটার খেলাঘর গড়ে দেবার সামর্থ্য আছে শহরের। ইউনিয়ন কাউন্সিল পরিষদ টিভি পায় সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে। তারা গ্রামাঞ্চলে ভাল শিক্ষাকেন্দ্রে কমপিউটার দিতে পারেন। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, মন্ত্রী, বিরোধীদলের নেত্রী, প্রধান বিচারপতি, ভাইস চ্যান্সেলর, কবি সাহিত্যিক শিক্ষকগণ ডিশএন্টিনা নয়, কমপিউটার-এই ধ্বনি তুললে এবং এর প্রচার প্রসারে মনোযোগী হলে কেবল সাংস্কৃতিক ধ্বংস থামবে না, এ জাতির সমাজমূল থেকে হাজার হাজার মিশো, স্বচ্ছ, উচ্ছাস, রুমান-অংক সোহেল বেরিয়ে আসতে পারবে। আমাদের দেশে দেড় লক্ষ কমপিউটার প্রোগ্রামার, বহুলক্ষ কমপিউটার অপরেটর দরকার। এখন একশ জন প্রোগ্রামার ও কয়েক হাজার অপারেটর মাত্র আছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধের পথেই সমাজে প্রতিভা লালনের হাতিয়ার কমপিউটার নিয়ে তাই দাবী তুলতে পারে সকল সামাজিক ও শিশুসংগঠন – আমরা কমপিউটার চাই। ☆

ভাইরাস সন্ত্রাস

(২৩ নং পৃষ্ঠার পর) তবে কদাচিৎ কোন কোন এক্সিকিউটেবল প্রোগ্রাম ফাইল এই এক্সটেশনন বদলানোর কারণে লোড নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তার এক্সটেনশনকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

(৬) প্রতি ২/৪ মাসে একবার করে আপনার কমপিউটারের ডস কার্ণেল এবং শেল-কে নতুন করে ইনষ্টল করুন। এটা আপনি একটি অরিজিনাল মাষ্টার কপি ডস ডিস্ক থেকে কমপিউটারটি বুট করে SYS C: কমাণ্ড-এর সাহায্যে সহজেই করে নিতে পারেন।

সিস্টেম ট্রান্সফার করে একই সাথে আপনার সব এপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলোও (যেমন লোটাস, ডিবেস ইত্যাদি) নতুন করে ইনস্টল করুন (অবশ্যই ভাইরাস মুক্ত অরিজিনাল রাইট প্রটেক্টেড ডিস্ক থেকে)।

(৭) অন্তত বছরে একবার আপনার হার্ড-ডিস্কটিকে নতুন করে ফরম্যাট করা উচিত। কিছু-কিছু ভাইরাস নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ডিস্কের যেসব স্থানে নিজেদের আবাস যে স্থান গুলোকে "ব্যাড সেক্টরঃ বা "অব্যবহারযোগ্যঃ হিসেবে দেখিয়ে থাকে। অপারেটিং সিস্টেম এসব চিহ্নিত স্থান থেকে যেমন ডাটা পড়তে যায় না তেমনি যেখানে লিখতেও যায় না– অর্থাৎ ভাইরাসগুলো সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদে বাস করতে পারে। এদের তাড়াতে লো-লেভেল ফরম্যাটিং ছাড়া তেমন গত্যন্তর নেই।

তবে লো-লেভেল হার্ড-ডিস্ক ফরম্যাট সবাই করতে পারেন না আর অনভিজ্ঞদের এ কাজে হাত না দেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। এ ব্যাপারে আপনার অনভিজ্ঞতা থাকলে কোন ভাল হার্ডওয়্যার মেইনটেনান্স ইঞ্জিনিয়ার বা অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নিন।

আজ এ পর্যন্তই। উপরের আলোচিত সাতটি পদ্ধতির বাইরেও আরও অনেক প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে যা স্থান সংকুলানের জন্য আলোচনায় আনতে পারলাম না। তবে ভবিষ্যতে তেমন সুযোগ পেলে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রইল। ভাইরাস সমস্যা সংক্রান্ত আপনার যাবতীয় কৌতুহল মেটানোর জন্য আমরা প্রস্তুত। "ভাইরাস সন্ত্রাসঃ যদি আপনার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে বা জ্ঞানের সাহায্যে এসে থাকে তাহলে আমরা সফল। ধন্যবাদ।